দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ..... 9 AUG 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ .....

অসাধু সিন্ডিকেট বাধা সৃষ্টি করলে বিকল্প ব্যবস্থা

নভেম্বর-ডিসেম্বরে বিদেশ থেকে পাঠ্যবই ছেপে দেশে আনার প্রস্তুতি

স্টাফ রিপোর্টার : অসাধু সিন্ডিকেটের কেউ বাধা সৃষ্টি করলে প্রয়োজনে সরকার বিকল্প উপায়ে দেশের বাইরে থেকে পাঠ্যবই ছেপে নিয়ে এসে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করবে। তবুও কারো অন্যায়ের কাছে জাতি জিম্মি হয়ে পড়বে না। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফিলিপাইন, ভারত ও সিঙ্গাপুর থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পাঠ্যবই ছেপে নিয়ে আসার প্রস্তুতি সরকারের রয়েছে। গতকাল (শনিবার) বিকেলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সাথে '২০১০ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যের পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বিতরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ জাতীয় কমিটি'র মতবিনিময়ে এ কথা বলেন কমিটির আহবায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মোঃ আখতারুজ্জামান। মতবিনিময়ে অংশ নেয়া কমিটির অপর সদস্যরা হলেন

পৃঃ ৫ কঃ ১

বিদেশ থেকে পাঠ্যবই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর নোমানুর রশিদ, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাশেম, মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর আজিজ আহমেদ চৌধুরী, ব্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালকের প্রতিনিধি, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার মনোনীত উপ-কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর কফিল উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (কারিগরি-১) বেগম নাহারিন চৌধুরী। এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামাল উদ্দিন, সচিব প্রফেসর ব্রজ গোপাল ভৌমিক ও সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) প্রফেসর শফিকুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

প্রফেসর আখতারুজ্জামান বলেন, চলতি বছরের (২০০৯) পাঠ্যবই সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ীদের কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষের বই ছাপার কাজে তারা বাধা সৃষ্টি করছে বলে দু'একটি ক্ষেত্রে প্রমাণ মিলেছে। তাদের কর্মকাণ্ড সরকারের গোয়েন্দা নজরদারিতে আনা হয়েছে। শিগগিরই তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সাংবাদিকরা তাদের অভিমত তুলে ধরে বলেন, এনসিটিবিতে সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। দুর্নীতিবাজদের সাথে নিয়ে দুর্নীতি দমন করা যায় না। অতীতে পাঠ্যবই কেলেংকারির সাথে জড়িত বড় বড় রুই-কাতলাদের কোন শাস্তি না হওয়ায় পাঠ্যবই নিয়ে অসাধু সিন্ডিকেটকে দমন করা যায়নি।

প্রফেসর আখতারুজ্জামান জানান, ২০১০ সালের জন্য প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী (মাদ্রাসা, কারিগরি ও অনুমোদিত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীসহ) পর্যন্ত প্রায় তিন কোটি বইসহ মোট প্রায় ২১ কোটি বই ছাপানোর সব আয়োজন চলমান রয়েছে। এ পরিমাণ বই ছাপানোর জন্য মোট ৩২ হাজার ৩৬৩ মেট্রিক টন মুদ্রণ কাগজ ও ৯৪৫ মেট্রিক টন কভার কাগজ ইতোমধ্যেই সংগৃহীত হয়েছে। বাকি কাগজ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে, যথাসময়ে তা হাতে পৌঁছবে।

আগামী শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই ছাপানোর অগ্রগতি তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকসহ সব স্তরের বইয়ের পয়েন্টিড ও ট্রেসিং তৈরী, কোন কোন ক্ষেত্রে তা সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। এবতেদায়ী স্তরের প্রায় ৫০ শতাংশ পাঠ্যবই মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাধ্যমিক (ষষ্ঠ-নবম) স্তরের ৪০০টি প্যাকেটের মধ্যে ৩৮৭টি প্যাকেজের নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড এবং ৩৭৫টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কারিগরি স্তরের বই ছাপানোর দরপত্র ১৭ আগষ্ট এবং মাদ্রাসার দাখিল স্তরের দরপত্র ১০ আগষ্ট উন্মুক্ত করা হবে। আর প্রাথমিক স্তরের (প্রথম-পঞ্চম) বইয়ের ৪০০টি প্যাকেজের দরপত্র, নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড ও কার্যাদেশ আগষ্টের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

তিনি আরও জানান, পাঠ্যবইয়ের মুদ্রণ ও বাঁধাই সম্পন্ন করে মাধ্যমিক, ইবতেদায়ী, দাখিল ও কারিগরির বই ৩০ অক্টোবর এবং প্রাথমিক স্তরের ৪০০টি প্যাকেজের দরপত্র, নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড ও কার্যাদেশ আগষ্টের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

প্রফেসর আখতারুজ্জামান বলেন, সব শিশুকে বিনামূল্যে বই দেয়ার সরকারের মহৎ উদ্যোগকে বাধা বা ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন যে কোন মহলের, প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির অপপ্রয়াস সম্পর্কে নিকটস্থ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বা জাতীয় কমিটিকে দ্রুত তথ্য সরবরাহ করা হবে। সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখছে। তিনি বলেন, দেশের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের মতো মৌলিক বিষয় নিয়ে যদি কোন ধরনের তামাশা বা নৈরাজ্য সৃষ্টির আলামত দেখা দেয়, তাহলে বিকল্প পন্থায় কঠোরভাবে তা মোকাবেলা করে জাতির প্রত্যাশা পূরণ করার সুপারিশ দিতে কমিটি নৈতিকভাবে বাধ্য থাকবে। উল্লেখ্য, ২০১০ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যের পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বিতরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সরকারকে পরামর্শ দেয়ার জন্য গত ১৪ জুন সরকার ১৬ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি গঠন করেছিল। এ কমিটি বিনামূল্যে পাঠ্যবই মুদ্রণের জন্য কাগজ কেনা, সরবরাহ, পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বিতরণ কার্যক্রম নিরন্তর পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ দেবে।